মাকতাবাতুল হিম্মাহ

তাগূতের সাথে কুফর

যা ব্যতীত কেউ মুসলিম হতে পারে না

◆ আল-হিম্মাহ মিডিয়া কর্তৃক অনুবাদিত ◆

তাগুতের সাথে কুফর:
যা না করলে কেউ মুসলিম হবে না

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, সালাত ও সালাম রাসুল ﷺ-এর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ, আসহাবগণ এবং তাঁর সাথে যারা মিত্রতা স্থাপন করে তাদের প্রতি।

অতঃপর..

প্রথম কথা: মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ ﷻ মানবকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

"আমি জ্বীন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য" [সুরা যারিয়াত: ৫৬]

যখন আপনি জানলেন যে, মানুষকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই জেনে রাখুন, তাওহীদ ছাড়া যে ইবাদত করা হয় সেটাকে ইবাদতই বলা হবে না, ঠিক যেমনিভাবে পবিত্রতা ব্যতীত আদায়কৃত সালাতকে সালাত বলা যায় না। কারণ সালাতের মাঝে যদি কেউ অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে তার সালাত ভেঙ্গে যায়। একইভাবে ইবাদতের মাঝেও যদি কোন শিরক মিশ্রিত হয়, তাহলে সেই শিরক ইবাদতকে নষ্ট করে দেয় এবং সমস্ত আমলকে বরবাদ করে ফেলে, আর সেই শিরককারী ব্যক্তি চিরকালের জন্য জাহান্নামী হয়ে যায়। আল্লাহ ﷻ বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا

عَظِيمًا.

“নিশ্চই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, শিরক ব্যতীত তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করল, সে তো এক মহা অপরাধ করল” [সুরা নিসা: ৪৮]

আল্লাহ ﷻ আরো বলেন:

إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَار.

“নিশ্চই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে আল্লাহ জান্নাতকে তার জন্য হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম। আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই” [সূরা মায়িদা: ৭২]

তাগুতকে কুফর করা ব্যতীত তাওহীদ বিশুদ্ধ হবে না :

হে আল্লাহর বান্দা! যখন আপনার পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসে পরিণত হবে যে, আপনার ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজটি হচ্ছে তাওহীদ বাস্তবায়ন করা এবং শিরককে বর্জন করা, তাহলে জেনে নিন, তাগুতের সাথে কুফর করা ব্যতীত আপনার তাওহীদই বিশুদ্ধ হবে না। কারণ তাগুতের সাথে কুফর করা হচ্ছে আসলুদ দ্বীন তথা মূল দীনের অন্তর্ভুক্ত।

সমস্ত নবী ও রাসুলগণের আহবান ছিলো দুটি :

১- তাগুতকে বর্জন করা,

২- এক আল্লাহর ইবাদত করা.

আদম সন্তানের উপর আল্লাহ ﷻ-এর ফরজকৃত সর্বপ্রথম বিষয়টাই হল তাগুতের সাথে কুফর করা এবং সকল নবী ও রাসুলগণ -আলাইহিমুসসালাম- নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম তাগুতকে কুফর করারই আহবান করেছেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ۬ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ‌ۖ.

“আর অবশ্যই আমি প্রতিটি জাতির মাঝে একজন করে রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো” [সূরা নাহল: ৩৬]

– উল্লেখিত আয়াতে কারিমায় আল্লাহ ﷻ জানিয়েছেন যে, যখন নূহ সম্প্রদায় থেকে শিরকের আবির্ভাব ঘটেছে তখন থেকে নিয়ে শেষ রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত প্রতিটি জনগোষ্ঠী, প্রতিটি প্রজন্মের নিকট এবং প্রতিটি কালে তিনি একজন করে রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের সম্প্রদায়কে আদেশ করতেন যে, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো" অর্থাৎ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়ন করো, কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করো এবং "তোমরা তাগূতকে বর্জন করো" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুর ইবাদতকে তরক করো।

এ দুটি বিষয়ের জন্যই মুলত মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দুটির দিকে আহবান করার জন্যই রাসুলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং নাযিল করা হয়েছে আসমানী কিতাব।

আয়াতে কেন "ইজতিনাব" শব্দটি বলা হলো তরক্ব না বলে?

উক্ত আয়াতটির আরবীতে তরক্ব" শব্দটি না বলে "ইজতিনাব" শব্দটি বলা হয়েছে যে; "তোমরা তাগুতকে ইজতিনাব করো"। এর কারণ হলো, "তোমরা তরক করো" না বলে "তোমরা ইজতিনাব করো" বললে আদেশটি আরো অতিশয়তা বুঝায়।

তরক করা: অর্থাৎ কোন কিছু না করা। পক্ষান্তরে ইজতিনাব করা মানে হল: কোনোকিছু না করা, সাথে সাথে সেটি থেকে দূরে থাকা, সেটির ধরেকাছেও না যাওয়া।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাথে উক্ত আয়াতের সম্পর্ক:

উল্লেখিত আয়াতটি হচ্ছে কালিমাতুত তাওহীদের অর্থবোধক একটি আয়াত। আয়াতটি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ বহন করে। আয়াতটির মাঝে একইসাথে তাগুতের সাথে কুফর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান দুটোই পাওয়া যাচ্ছে, যেমনটি রয়েছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর মাঝে।

"আল্লাহর ইবাদত করো" এটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, আর "তাগুত বর্জন করো" এটি হচ্ছে তাগুতের প্রতি কুফর। [- কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হাশিয়াহ ইবনে ক্বাসিম]

কাজেই তাগুতের সাথে কুফর না করে কোন মানুষ মু'নিন হতে পারে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"আর যে তাগুতের সাথে কুফর করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তাহলে সে তো মজবুত রজ্জু ধারণ করল, যা ছিড়ে যাবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী"

- আয়াতে উল্লেখিত 'মজবুত রজ্জু' হলো তাওহীদের কালিমা [অর্থাৎ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর সাক্ষ্য প্রদান]।

তাওহীদের কালিমার রোকন দুটি:

১- তাগুতের সাথে কুফর করা, এটি "লা-ইলাহা" -এর অন্তর্ভুক্ত।

২- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, এটি "ইল্লাল্লাহ" এর অন্তর্ভুক্ত।

মজবুত রজ্জু তথা তাওহীদের কালিমা ছাড়া যেমন কারো ঈমানই শুদ্ধ হবে না, একইভাবে তাগুতের সাথে কুফর করা ব্যতীত কেউ মজবুত রজ্জু আকড়ে রাখতে পারে না। এটা একটা স্বীকৃত বিষয়। এ বিষয়ের উপর উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ এবং এটি দ্বীনের একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কাজেই আল্লাহ ﷻ যার অন্তরকে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেছেন, এমন কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টি নিয়ে কখনো মতবিরোধ করতে পারে না।

অতএব হে আল্লাহর বান্দা! তাগুতের সাথে কুফর করার জন্য আপনাকে জানতে হবে তাগুতের পরিচয় কি, তাগুত কত প্রকার এবং মূল তাগুত কারা, আপনাকে আরো জানতে হবে তাগুতের সাথে কুফর কিভাবে করতে হবে? এগুলো জানার মাধ্যমে যেন আপনি তাগুতকে বর্জন করার রোকনটি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে পারেন এবং একজন খাঁটি মুওয়াহহীদ হতে পারেন।

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে তাগুতের পরিচয়ঃ

তাগুতের শাব্দিক অর্থ:

তাগুত মূলত আরবী 'তুগইয়ান' শব্দ থেকে উৎসারিত একটি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে সীমাতিক্রম করা। যে জিনিস তার নিজ সীমা অতিক্রম করে অথবা নিজ সামর্থের বাইরে যায়, তখন একে তুগইয়ান বলা হয়, আর যে এমনটি করে সে হচ্ছে সীমাতিক্রমকারী।

"সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ" শব্দটির ব্যবহারে কোরআনে "তুগইয়ান সূত্র থেকে উৎসারিত ত্বাগা'" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ.

"নিশ্চই যখন (সমুদ্রের) পানি উদ্বেলিত হল তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে তুলে নিলাম"

- অর্থাৎ যখন পানি উঠতে লাগল এবং উঁচু হচ্ছিল অবশেষে সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আমি নুহ (আলাইহিসসালাম) ও তার সাথের মুমিনদেরকে জাহাজে তুলে নিলাম।

তো "তুগইয়ান" থেকে তাগুত শব্দটি উৎসারিত হয়, আর তাগুত শব্দটি একইসাথে একবচন ও বহুবচনের অর্থ প্রদান করে এবং এটি পুরুষ-বচন ও স্ত্রী-বচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। আর তাগুত শব্দটির বহুবচন হল তাওয়াগীত।

[দেখুন, (লিসানুল আরব) (আস-সিহাহ ফিল-লুগাহ) (মুখতারুস সীহাহ)]

তাগুতের পারিভাষিক অর্থ:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমহুল্লাহ) তাগুতের সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেনঃ "তাগুত তুগইয়ান

থেকে উৎসারিত শব্দ, আর তুগইয়ান অর্থ সীমাতিক্রম করা। কাজেই আল্লাহ ﷻ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় এবং সে এতে সন্তুষ্ট থাকে, সেই তাগুত এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় যার আনুগত্য করা হয় সেও তাগুত। একারণেই আল্লাহ ﷻ-এর নাযিলকৃত কিতাব ব্যতীত যাদের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া হয় তাদেরকে তাগুত বলা হয়। একইভাবে ফিরাউন ও আদ সম্প্রদায়ের নেতাবর্গরাও তাগুত।"

[মাজমুউল ফাতওয়া]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা সবই তাগুত।" [কিতাবুত তাওহীদ]

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আবা বাতীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আল্লাহ ব্যতীত সকল বাতিল উপাস্যই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত এবং এর মাঝে তারাও রয়েছে, যারা বাতিলের দিকে আহবান করে এবং বাতিলকে উত্তম রূপ দিয়ে উপস্থাপন করে এবং মানুষ যাদের নিকট জাহিলিয়াতের বিধিবিধানে শাসন করার দায়িত্ব অর্পণ করে। তাগুতের মাঝে ভবিষ্যদ্বক্তা, জাদুকর, মূর্তি রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং কবর পূজার দিকে আহবানকারীরাও অন্তর্ভুক্ত।" [আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ]

শায়খ সুলাইমান ইবনে সাহমান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "তাগুতের সংজ্ঞা নিয়ে আমি সালাফগণের কিতাবাদী ঘাটাঘাটি করেছি, তন্মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর যে সংজ্ঞাটি পেয়েছি তা হল ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) -এর ব্যাখ্যা। তিনি "ই'লামুল মূক্বিঈ'ন" কিতাবে বলেন: "বান্দা যে সকল বাতিল উপাস্যের মাধ্যমে অথবা যার আনুগত্য বা অন্দ্ধ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সীমালঙ্ঘন করে সেটাই তাগুত। কাজেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে তাগুত হলো সে, যার কাছে মানুষ আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসুলের ﷺ বিধান ব্যতীত বিচার নিয়ে যায় অথবা আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় কিংবা মানুষ যাদের অন্দ্ধ অনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তাদের আনুগত্য করে যা তাদের জানা নেই যে সেটি আল্লাহর আনুগত্য।"

[আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ]

তাগুতের প্রকারভেদ এবং প্রধান প্রধান তাগুতের পরিচয়:

তাগুত ৩ প্রকারঃ

১- বিধানের তাগুত

২- ইবাদতের তাগুত

৩- আনুগত্য ও অনুসরণের তাগুত

তাগুত অনেক রয়েছে, তবে প্রধানতম তাগূত ৫টি:

১- গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবানকারী শয়তান। আল্লাহ ﷻ বলেন:

أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَا بَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَـٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ.

“হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু” [সূরা ইয়াসীন: ৬০]

- শয়তান সবচে বড় তাগুত। সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টায় থাকে৷ কিছু মানুষকেও পাওয়া যায়, যারা আল্লাহর ইবাদত থেকে মানুষকে বিরত রাখার কাজে অংশগ্রহণ করে শয়তানের সহযোগী হয়। এসকল লোকেরাও তাগুত।

২- আল্লাহ ﷻ-এর বিধান পরিবর্তনকারী শাসক। আল্লাহ ﷻ বলেন:

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا.

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছ বলে দাবী করে। তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতের সাথে কুফর করতে আদেশ করা হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে চুরান্তরূপে পথভ্রষ্ট করতে চায়" [সূরা নিসা: ৬০]

- এ প্রকার তাগুতের মাঝে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালক, শাসক ও তাদের আমির-উমারা, যারা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে মানবরচিত সংবিধানে, প্রচলিত নিয়ম কানুনে অথবা গোত্রীয় প্রথানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে। অথবা যারা শরীয়াহর বিধানকেই বাদ দিয়ে দেয়। যেমনঃ হদ ছেড়ে দেয়া, জিহাদ ও যাকাতকে পরিহার করা ইত্যাদি....

৩- গাইরুল্লাহর বিধান প্রনয়ণকারী শাসক। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ.

"আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে শাসন করে না তারাই কাফের"

- ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি তার বিবাদকৃত বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ব্যতীত অন্য কারো কাছে নিয়ে যায়, তাহলে সে তাগুতের কাছেই বিচার নিয়ে গেল। অথচ তাকে আদেশ করা হয়েছে তাগুতের সাথে কুফর করতে। কাজেই তাগুতের সাথে কারো কুফর করা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ তায়ালাকেই এককভাবে বিধানদাতা মেনে নেয়।" [ত্বরীকুল হিজরাতাইন]

- কোনো শাসক বা বিচারক যদি দুই পক্ষের মাঝে গাইরুল্লাহর বিধানে ফয়সালা করে, যেমনঃ মানবরচিত কোন সংবিধানের মাধ্যমে অথবা সামাজিক প্রথায় কিংবা মনগড়াভাবে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে তাগুত হয়ে যাবে। একইভাবে যারা এসকল বিচারকদের কাছে নিজেদের মাঝে নিজেদের বাদানুবাদের ক্ষেত্রে

বিচার নিয়ে যাবে, তারাও কাফের সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا.

"অতএব আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মাঝে ঘটিত বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে। অতঃপর আপনি যে ফয়সালা দিবেন, তাতে নিজেদের মাঝে তারা কোন বক্রতা পাবে না এবং (যতক্ষণ না আপনার দেয়া ফয়সালার প্রতি) তারা পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে" [সূরা নিসা: ৬৫]

– অতএব আল্লাহ ﷻ এসকল বিচারকদের ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারন তারা মানুষের মাঝে শরীয়াহর হুকুম বাস্তবায়ন করে না। একইভাবে আল্লাহ ﷻ ঐসকল লোকদের ঈমানকেও নাকচ করেছেন, যারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থণা করে অথবা তাদের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করে। যেমনটি পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে: "তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়"।

৪- ইলমুল গায়বের দাবীদার, যে অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে বলে দাবী করে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.

"বলুন! আসমান ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়ব জানেনা এবং তারা অনুভব করতে পারে না কবে তারা পুনরুত্থিত হবে" [সূরা নামল: ৬৫]

- কাজেই যে ব্যক্তি গায়ব জানার দাবী করে সে তাগুত। কারন সে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ দাবি করছে এবং আল্লাহ ﷻ-এর রুবুবিয়্যাতের একটি বৈশিষ্ট্যের বিরূদ্ধাচারণ করছে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ.

"আর তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি, তিনি ছাড়া কেউ তা জানেনা" [সূরা আনআম: ৫৯]

আল্লাহ ﷻ আরো বলেন:

عَـٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا.

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন, অতএব তিনি তার গায়েবের বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না" [সূরা জীন: ২৬]

- সুতরাং গায়েবের দাবিদার, সে সুস্পষ্টরূপে পবিত্র কুরআনকে মিত্যাপ্রতিপন্নকারী। তাই এসকল অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবিদার; জাদুকর, গনক বা জ্যোতিষীদের নিকটে যাওয়া থেকে মুসলিমদের সাবধান হওয়া জরুরী এবং গনকদের কথা বিশ্বাস করা থেকে সতর্ক থাকা উচিৎ। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.

"যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর নিকট আসে এবং কোন বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ রাতের সালাত কবুল হয় না" [সহীহ মুসলিম]

রাসুল ﷺ আরো বলেন:

من أتى كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

"যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যদ্বক্তা অথবা জ্যোতিষীর নিকট আসে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে নেয়, তাহলে সেই ব্যক্তি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীকে অস্বীকার করল" [মুসনাদে আহমাদ, হাদীসের মানঃ হাসান]

- জাদুকর, গণক বা জ্যেতিষীর কাছে শুধুমাত্র যাওয়ার কারনেই তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবেনা, কিন্তু যদি তাদের কাছে যাওয়া হয় তাদেরকে বিশ্বাস করার কারণে, তাহলে এটা হবে কুফর।

৫- আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় এবং সে এই ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকে। অথবা যে নিজের ইবাদত করার জন্য মানুষদেরকে আহবান করে সেও তাগুত। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إِنِّيٓ إِلَـٰهٞ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّـٰلِمِينَ.

“আর তাদের মধ্য থেকে যে বলে নিশ্চই আল্লাহ ব্যতীত আমি একজন ইলাহ, তাহলে আমি তাকে প্রতিদান দিব জাহান্নাম, এভাবেই যলিমদেরকে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি” [সূরা আম্বিয়া: ২৯]

- তো ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হক, অতএব কারো নিজের ইবাদতের দিকে কিংবা কোন গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করার কোন অধিকার নেই। যে এমনটি করে অথবা এমনটি না করলেও গাইরুল্লাহর ইবাদতে সে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে তাগুত।

হযরত ইবনে আতিয়্যাহ বলেন, কাজী আবু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় সেই তাগুত। এক্ষেত্রে যে ইবাদতে সন্তুষ্ট থাকে সে তাগুত হবে। যেমন: ফিরাউন, নমরূদ সন্তুষ্ট ছিলো। কিন্তু যার ইবাদত করা হয় সে যদি সন্তুষ্ট না থাকে তাহলে সে তাগুত হবে না। যেমন: হযরত উযাইর ও ঈসা (আলাইহিমাস সালাম)- তাদের ইবাদত করা হতো, কিন্তু তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। [আল মুহাররারুল ওয়াজিয]

বর্তমান সময়ের প্রধানতম কিছু তাগুত:

উপরে প্রধান প্রধান ৫টি তাগুতের কথা বলা হল, আর এগুলি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ-এর আলোচনা থেকে। কিন্তু বর্তমানে তাগুত রয়েছে প্রচুর;

যেমনঃ

- "পার্লামেন্ট" তথা আইন পরিষদ, যেখানে মানবরচিত সংবিধান প্রনয়ণ করা হয়; যাতে মানুষ আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে এই মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করে।

- "জাতিসংঘ", "UN সিকিউরিটি কাউন্সিল"(UNSC), "ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কের্ট"(ICJ), এই

প্রত্যেকটি গাইরুল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আহবান করে এবং গাইরুল্লাহর শরীয়তের অনুসরণ ও বিধান প্রনয়ণের দিকে আহবান করে।

- "সিকিউরিটি মন্ত্রনালয়", "প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়", "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়"। এগুলো আল্লাহর শরীয়াহর সাথে যুদ্ধ করে এবং আদালতীয় বিধিবিধান বাস্তবায়ন করে এবং মানবরচিত সংবিধান বাস্তবায়নে সদা জাগ্রত থাকে।

- আরো তাগুত রয়েছে; যেমন গনতন্ত্র, স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ। এছাড়াও বর্তমান সময়ে বিভিন্নরূপে আরো বহু প্রকারের তাগুত বিদ্যমান রয়েছে।

তাগুতের সাথে যেভাবে কুফর করতে হয় :

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন: "তাগুতের সাথে কুফর করার ধরন হল; ১- গাইরুল্লাহর ইবাদতকে বাতিল বলে বিশ্বাস করা। ২- গাইরুল্লাহর ইবাদতকে তরক করা। ৩- এবং তা ঘৃণা করা। ৪- গাইরুল্লাহর ইবাদতকারীদেরকে কাফের মনে করা। ৫- এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখা।

আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন দ্বারা যা বুঝায়:

প্রথমতঃ এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য ইলাহ এবং তিনিই ইবাদতের একক হকদার।

দ্বিতীয়তঃ সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র তাঁরই জন্য করা, আর তিনি ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করা।

তৃতীয়তঃ এভাবে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভালবাসা। তাদের সাথে মিত্রতা করা, আর মুশরিকদেরকে ঘৃণা করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখা।

- এটাই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাত। কাজেই ওরা কতইনা নির্বোধ যারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়! এটাই সে আদর্শ, যার কথা আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ.

"অবশ্যই ইবরাহীম ও তার সাথীদের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলল; নিশ্চয় আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যেসবের ইবাদত করো তা থেকে মুক্ত। আমরা তোমাদের সাথে কুফর করলাম, আর আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেল, যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো"

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন:

"তাগুতের সাথে কুফর করার মানে হল: "জ্বীন অথবা মানুষ, গাছ অথবা পাথর বা এরূপ অন্যান্য যেকোনো কিছুর মধ্য থেকে যাকে গাইরুল্লাহ হিসেবে বিশ্বাস করা হয়, তার থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা, তাকে কাফের ও পথভ্রষ্ট বলে সাক্ষ্য দেয়া এবং তাকে ঘৃণা করা, হোক সে আপনার পিতা কিংবা ভাই।" [দুরারুস সানিয়্যাহ]

শায়খ সুলাইমান ইবনে সাহমান রহিমাহুল্লাহ বলেন:

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন:

وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰۚ فَبَشِّرۡ عِبَادِ.

"আর যারা তাগুতের ইবাদতকে পরিহার করে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়, তাদের জন্যই রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন" [সূরা যুমার: ১৭] – তো তাগুতকে বর্জন করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে এই দালিলিক আয়াতগুলোর মাঝে কিছু তাৎপর্য রয়েছে, তা হলো: ১- আন্তরিকভাবে তাগূতকে ঘৃণা করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখা। ২- মুখে বলে তাদেরকে নিন্দা ও কদর্য করা। ৩- সাধ্যানুযায়ী তাদের থেকে দূরে থাকা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। - অতএব যে বলে, আমি তাগুত বর্জন করি, কিন্তু সে এগুলি করল না তাহলে সে আসলে সত্য বলছে না।"

[দুরারুস সানিয়্যাহ]

তাগুতের সাথে তাদের অনুসারীদেরকেও তাকফীর করা শর্ত:

-কুফর বিত তাগুত- এই রোকন আদায় করার জন্য শুধুমাত্র তাগুতকে তাকফীর করাই যথেষ্ট নয়, বরং তাগুতের সাথে সাথে তাদের অনুসারীদেরকেও তাকফীর করা ওয়াজিব।

তাগুতের অনুসারীদের পরিচয়:

যারা তাগুতের ইবাদত করে এবং যেকোনোভাবে তাদের অানুগত্য করে তারাই তাদের অনুসারী। হোক সে ইবাদতটা তাগুতকে সিজদা করা অথবা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া অথবা আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাফরমানী করে তাদের আনুগত্য করা, ইত্যাদি...

বর্তমানে তাগুতের অনুসারীরা:

তাগুতের সামরিক বিভাগে কর্মরত সৈনিকরা, তাদের নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরা এবং তাদের মিডিয়াকর্মী, তাদের সমর্থিত আলেম ও মুফতী এবং এরূপ অন্যান্য যারা রয়েছে তারাই তাদের অনুসারী। তারা কাফের হওয়াতে মুওয়াহহীদদের মাঝে কোন সংশয় থাকতে পারেনা।

শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন: কেউ যদি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য জেনে থাকে, তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, যারা মুশরিকদের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের কাফের বলাকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা আসলে তাগুতের সাথেই কুফর করে না। [আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ]

তাগুতের সাথে কুফর করার সর্বোচ্চ পর্যায়টি হল: আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দিত করার জন্য তাগুত ও তাদের অনুসারীদের সাথে ক্বিতাল করে যাওয়া।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا.

"যারা মুমিন তারা ক্বিতাল করে আল্লাহর পথে, আর যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। কাজেই তোমরা শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে ক্বিতাল করতে থাকো। নিশ্চয় শয়তানের কুটচাল অত্যান্ত দূর্বল" [সূরা নিসা: ৭৬]

প্রাসঙ্গিক কথাঃ

এখানে উল্লেখযোগ্য আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে, আর তা হল; প্রতিটি যুগেই তাগুতকে বর্জন করার অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ হচ্ছে তাগুত ও তাদের অনুসারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাদের

বসবাসস্থান পরিত্যাগ করা। তাদের সাথে মিলেমিশে না চলা এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে তাদের ভূমিও পরিত্যাগ করা।

যেমনটা আল্লাহ ﷻ বলেন "আর যে তাগুতের ইবাদতকে বর্জন করে" | "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো" - উক্ত আয়াত দুটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য জরুরি হলো হিজরত করা, তাগুতে পূর্ণ দারুল কুফর থেকে তাগুতমুক্ত দারুল ইসলামে হিজরত করে চলে আসা।

উদাহরণ ১: – যেমনটা হযরত ইবরাহিম (আলাইহিসসালাম) তার সম্প্রদায়ের তাগূতদেরকে বলেছিলেন এবং তাদের সাথে যে আচরণটি করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখ করেন:

وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّٗا.

"আর আমি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যেসকল উপাস্যদেরকে ডাকো তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এবং আমি আল্লাহর ইবাদত করব। আর অবশ্যই আমি আমার রবকে ডেকে দূর্ভাগা হব না" [সূরা মারিয়াম: ৪৮]

উদাহরণ ২: – রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إني بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين.

"নিশ্চয় আমি এমন সকল মুসলিমদের থেকে দায়মুক্ত যারা মুশরিকদের শাসনের মাঝে অবস্থান করে" [আবু দাউদ, তিরমিজি, সহীহ]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: "রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদেরকে মুশরিকদের সাথে অবস্থান করা থেকে নিষেধ করেছেন, যদি তারা হিজরত করার সামর্থ্য রাখে।" শায়খ রহিমাহুল্লাহ এ কথাটি বলে উপরোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং সাথে আরো কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করেন। [যাদুল মাআ'দ]

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আজ মুসলিমদেরকে বিজয়ী করেছেন এবং হিজরত ও জিহাদের ভূমি দান করে এবং নবুওয়্যাতের মানহাজে খিলাফতে ইসলামিয়্যাহকে ফিরিয়ে এনে তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। যে ভূমি আল্লাহর বিধানে শাসিত হয় এবং সেখানে ইসলাম বিজয়ী, কুফর সেখানে নির্বাপিত।

এখানে তাগুত ও তাদের অনুসারীদের কোন স্থান নেই। আল্লাহ তায়ালা দাওলাতুল ইসলামকে হিফাজত করুন এবং তার ছায়াকে দীর্ঘায়িত করুন, আর দাওলাতুল ইসলামের শত্রু ও দুশমনদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করুন এবং দাওলাতুল ইসলামের সিংহ-পুরুষদেরকে আল্লাহ ﷻ তাওফিক দান করুন, যাতে করে তারা সকল ভূমি থেকে সমস্ত প্রকারের তাগুতদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন।

একটি মূল্যবান উপদেশ:

পরিশেষে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি মুল্যবান উপদেশ তুলে ধরছি, তিনি বলেন: হে ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করুন। আপনারা আসলুদ দ্বীন তথাঃ "লা' ইলাহা ইল্লাল্লাহ" -এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিত্তি ও মূলের উপর সুদৃঢ় থাকুন এবং ভাল করে এর অর্থ জানুন। এই তাওহীদের অনুসারীদেরকে ভালবাসুন এবং তাদেরকে নিজেদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করুন, যদিও তারা আপনার থেকে বহুদূরে অবস্থান করে।

ভাইয়েরা! তাগুতের সাথে কুফর করুন। তাদের সাথে শত্রুতা রাখুন, আর ঘৃণা করুন যারা তাগুতকে ভালবাসে কিংবা তাদের হয়ে তাদের বিরোধীদের সাথে বিবাদ করে। আর তাকেও ঘৃণা করুন যে তাদেরকে কাফির মনে করে না এবং এই অজুহাত পেশ করে: "তারা আমার কি করেছে? তাদের ব্যাপারে তো আল্লাহ তায়ালা আমার উপর কোনকিছু বাধ্য করেননি।" অবশ্যই সে মিথ্যা বলছে। আল্লাহ তায়ালার উপর সে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে। বরং আল্লাহ তায়ালা তাগুতের ব্যাপারে তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা তাগুতের সাথে কুফর করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা তার উপর ফরজ করেছেন। যদিও সে তার ভাই অথবা সন্তান হয়। কাজেই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করুন। আসলুদ দ্বীনের উপর অটল থাকুন, যাতে করে আপনারা আপনাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন তাঁর সাথে শিরক না করা অবস্থায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং আমাদেরকে নেককারদের কাতারে শামীল করুন। [দুরারুস সানিয়্যাহ]

والحمد لله رب العالمين